Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনির্মানে ইসলাম


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: হালিমা খাতুন

রোলঃ 228020466


২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

## সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনির্মানে ইসলাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: হালিমা খাতুন

রোলঃ 228020466

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনির্মানে ইসলাম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসা: হালিমা খাতুন, আইডিঃ 228020466 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনির্মানে ইসলাম ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

**মোসা: হালিমা খাতুন**

আইডিঃ 228020466

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

# সূচিপত্র


ভূমিকা:.....................................................................................................5

টপিক ১ সাম্প্রদায়িকতা কী?:...........................................................................6

টপিক ২ সাম্প্রদায়িকতা কেন?:........................................................................6

টপিক ৩ সামাজিক সম্প্রীতি কী?:.....................................................................7

টপিক ৪ ইসলামের মূল শিক্ষা ও সাম্যবাদ :.....................................................7

টপিক ৫ কেন মানুষকে বিভিন্ন গোত্র ও জাতীতে বিভক্ত ক..............................9

রা হয়েছে:..................................................................................................9

টপিক ৬ মানবপ্রেম,বিদ্বেষহীন আচরণ, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির আদর্শই হলো ইসলামের মূল শিক্ষা:..........................................................................................10

টপিক ৭ ইসলাম অমুসলিমদের সাথে ভালো ব্যবহারের শিক্ষা দেয় :...............11

টপিক ৮ ক্ষমা ও মহানুভবতার শিক্ষা দেয় ইসলাম:.......................................13

টপিক ৯ সাম্প্রদায়িকতার কুফল:.....................................................................15

টপিক ১০ সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলামের নানা ভূমিকা:.........................................15

টপিক ১১ উপসংহার:......................................................................................17

# ভূমিকা:

সকল প্রশংসা সে আল্লাহর,যিনি তাঁর সুনিপুণ শক্তিমত্তার দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন।পবিত্রতা বর্ণনা করছি সে মহান রবের,যিনি পাপীকে ক্ষমা করে দেন,কবুল করে নেন তার তাওবা। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল।আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে।আর সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে আমরা যেন সহজ, সুস্থ ও সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারি এবং তার বিভিন্ন দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চলতে পারি এজন্যই তিনি সৃষ্টি করেছেন ধর্ম।মানুষ ও কালের বিবর্তনে ধর্মেও এসেছে অনেক পরিবর্তন, পরিবর্ধন। এ কারণেই সঠিক ধর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা বিবেক দিয়েছেন।দিয়েছেন ভালো মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা।এই পার্থক্য করতে গিয়েই তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধর্ম,দল,মত ও সম্প্রদায়।আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখবো, ইসলাম সূচনা থেকেই ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রতি অগ্রসর। মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার ও সমাজে বসবাস করার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, ধনী-গরিব, সাদা-কালোর পার্থক্য উঠিয়ে দেওয়ার জন্য, অন্যায়, জুলুম রাহাজানি বন্ধ করার জন্য ইসলাম শুরু থেকেই সরব ছিলো।কেননা ইসলামপূর্ব সময়টা ছিলো জাহেলিয়াতে পরিপূর্ণ।

জুলুম,অন্যায়,অত্যাচার,হত্যা,লুটপাট,বেহায়াপনা ও অশ্লীলতায় নিমজ্জিত। দাস-দাসী,গরিব বা নিম্নবর্গের মানুষদের মানুষ বলে মনে করা হতো না।যাকে ইতিহাসে আইয়ামে জাহেলিয়াত বা বর্বরতার যুগ বলে অবিহিত করা হয়।ইসলাম আসার পর সর্বপ্রথম মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে।এমনকি অন্যান্য সৃষ্টিকুল অপেক্ষা বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।একবার একজন সাহাবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আসাবিয়্যাত’ বা সাম্প্রদায়িকতা কী?জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, ‘ অন্যায় কাজে স্বগোত্র-স্বজাতীর পক্ষে দাঁড়ানো।’(সুনানে আবু দাউদ;৫০৭৮)------------------------------------

## টপিক ১ সাম্প্রদায়িকতা কী?:

সম্প্রদায় শব্দটি থেকে সাম্প্রদায়িকতা শব্দটির সৃষ্টি। সম্প্রদায় শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো দল বা গোষ্ঠী।সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা শব্দটির যথার্থ অর্থ হলো দলীয় বা গোষ্ঠীগত মত বা মনোভাব।কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি বর্তমানে উগ্র ধর্মবিশ্বাসীদের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের অর্থ বহন করে।ধর্মের মহৎ উদ্দেশ্য বিচ্যুত হয়ে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে কেউ যখন ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় তখন ঐ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে যায় সুস্থ ও সুন্দর জীবনবোধে।একদল মানুষ যখন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে জোরকরে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে বা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তখন সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব ঘটে। তখন ধ্বংসের নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে মানুষ এবং তাদের স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি লোপ পায়।

## টপিক ২ সাম্প্রদায়িকতা কেন?:

মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই। বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতার কারণে এ নীতিবাক্য ধুলিসাৎ হয়ে পড়েছে। নানা উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য সমাজের নেতৃত্বস্থানীয় কিছু লোক সর্বসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়।এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই প্রধান। ধর্মের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে নাড়া দিতে পারলেই তাদের সুপ্ত উদ্দেশ্য হাসিল হয়।এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের লোককে শাসন করবে এটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না। এটাই হয় সুবিধাভোগীদের উস্কানিমূলক বক্তব্য। ফলে শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা হানাহানি খুনাখুনি।আর এই ঘোলা জলে সুবিধাভোগী রাজনীতিবিদগণ মৎস্য শিকারে তৎপর হয়ে ওঠেন।নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করার ব্যবস্থা করেন।

## টপিক ৩ সামাজিক সম্প্রীতি কী?:

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হলো একই সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায় বা ধর্মের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ইসলাম সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলামে সকল ধর্ম ও ধর্মীয় মতামতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। কোনো ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয় না। সব ধরনের মানুষের সরব উপস্থিতিতে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার একটি কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলে ইসলাম। সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ (সা.)-কে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।'(সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

## টপিক ৪ ইসলামের মূল শিক্ষা ও সাম্যবাদ :

--ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এই ধর্মের মূল ভিত্তি হলো একত্ববাদ, ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা এবং সাম্য।

ইসলামের মূল শিক্ষা:

ইসলামের প্রধান শিক্ষা হলো তাওহীদ—আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সর্বশেষ রসূল। ইসলামের অপরিহার্য পাঁচ স্তম্ভ হলো:

১. কালেমা,

২. সালাত ,

৩. সাওম ,

৪. যাকাত ,

৫. হজ্ব ।

এছাড়া, ইসলাম নৈতিক চরিত্র গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়—যেমন: সত্যবাদিতা, ধৈর্য, করুণা, দয়া, ক্ষমাশীলতা এবং আত্মসংযম।

ইসলামে সাম্যবাদ:

ইসলামে সাম্য একটি মৌলিক আদর্শ। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধন-সম্পদ বা ভাষার ভিত্তিতে কোনো বৈষম্যের স্থান নেই। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

> "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশি পরহেযগার।" (সূরা হুজুরাত: ১৩)

নবী মুহাম্মদ (সা.) বিদায় হজ্বের ভাষণে ঘোষণা করেন—আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে। ইসলামে ধনী-গরিব, শাসক-শাসিত, নারী-পুরুষ সকলেই আল্লাহর বিধানে সমান। এভাবে ইসলাম জাতি, ধর্ম ও বর্ণের আভিজাত্য,অহংকার,পদমর্যাদা চুরমার করে সকল মানুষকে সাম্যের শিকলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।পবিত্র কুরআনে যে বারবার 'হে মানব জাতী' এবং 'হে আদম সন্তানেরা' বলে সম্বোধন করা হয় সেটা এজন্য করে থাকে, যাতে মানুষের মনে মানবীয় ঐক্যের ধারণা সৃষ্টি ও তা বদ্ধমূল হয়ে যায়।অনুরূপভাবে 'হে ঈমানদারগন" এবং 'হে মুমিনগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে যাতে তাদের ভেতরে বংশীয় বা শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্টির অবকাশ না থাকে।

ইসলামে যাকাত, সদকা, ওয়ারিস বণ্টন এবং সুদের নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্য নিশ্চিত করা হয়।

ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং একটি সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনের আহ্বান। ইসলাম সকল মানুষের মধ্যে মানবতা, ভালোবাসা ও ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেয়। ইসলামের এই শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে একটি শান্তিপূর্ণ, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।ইসলামে ধনীদের জন্য যাকাত বাধ্যতামূলক এবং সুদ নিষিদ্ধ, যাতে সমাজে ধনসম্পদের অসম বণ্টন রোধ হয়। এটি একটি সাম্যবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে ইঙ্গিত করে।

# টপিক ৫ কেন মানুষকে বিভিন্ন গোত্র ও জাতীতে বিভক্ত ক

# রা হয়েছে:

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, হে মানবজাতী,আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে, এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতী ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারো।(সূরা হুজুরাত ৪৯:১৩) - মানুষের বৈচিত্র্য আসলে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন, যাতে মানুষ ঐক্যের মাধ্যমে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।

আজকের পৃথিবী বৈশ্বিকভাবে যুক্ত। জাতি, গোত্র, ভাষা ও সংস্কৃতির পার্থক্য আরও দৃশ্যমান, কিন্তু ইসলামের বার্তা এখানেও প্রাসঙ্গিক। আধুনিক সমাজে যখন জাতিগত বৈষম্য, বর্ণবাদ ও ধর্মীয় বিদ্বেষ বাড়ছে, তখন কুরআনের বার্তাটি একটি নৈতিক দিকনির্দেশনা

> "তোমরা ভিন্ন হতে পারো, কিন্তু শ্রেষ্ঠ হও সেটা নির্ভর করে চরিত্র, ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহভীতির ওপর।”

এই ধারণা আজকের মানবাধিকারের কেন্দ্রবিন্দু—সব মানুষ সমান মর্যাদার অধিকারী। কুরআনে বলা হয়েছে "لِتَعَارَفُوا" (যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো)—এই চিনে নেওয়ার উদ্দেশ্য শুধু সামাজিক নয়,বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে নেওয়া।যুদ্ধ, শরণার্থী সমস্যা বা দুর্যোগে জাতিগত সীমার বাইরে সহযোগিতা গড়ে তোলা।ইসলাম শিক্ষা দেয়, একজন মানুষ তার জাতি বা বংশগৌরবে অহংকার না করে ন্যায়, ইনসাফ ও দীনদার জীবনের মাধ্যমে সমাজে অবদান রাখুক। প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) হজ্জ্ব বিদায়ের খুতবায় বলেন:

> "আরবের ওপর অনারবের, অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, যদি না সে তাকওয়ায় শ্রেষ্ঠ হয়।"

এটি ছিল এক যুগান্তকারী ঘোষণা।আজকের বাস্তবতায় গোত্র, বর্ণ বা জাতি বিভাজন অনেক সময় সহিংসতা, জাতিগত দাঙ্গা, বৈষম্য ও রাজনীতিতে ব্যবহৃত হয়। ইসলাম এই বিভাজনকে অস্বীকার করে না, কিন্তু এর নেতিবাচক ব্যবহারের বিরোধিতা করে।

## টপিক ৬ মানবপ্রেম,বিদ্বেষহীন আচরণ, সহমর্মিতা ও সম্প্রীতির আদর্শই হলো ইসলামের মূল শিক্ষা:

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "নিশ্চই মানবজাতী এক খন্ড সমাজ।"(২:২১৩)
এই উদাত্ত ঘোষণার ব্যাখ্যায় বিদায় হজের ভাষনে সমাজের মানুষের প্রতি ভালোবাসা,আচরণ ও দৃষ্টিভংগীর বিষয়ে মুহাম্মাদ (স.) বলেছেন সমগ্র সৃষ্টি আলাহরই পরিবার।যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তবে মানবজাতীকে ভালোবাসো।যদি সেই প্রভুর সামনে যেতে চাও, তবে তার সৃষ্টজীবকে ভালোবাস।যা তোমরা নিজের জন্য পছন্দ করো,তাদের জন্য তাই পছন্দ করো।আর যেটা তুমি অপছন্দ করো,তাদের জন্য তাই অপছন্দ করো।তুমি তাদের প্রতি সেই ব্যাবহার করো, যা নিজের জন্য পছন্দ করো।তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না।পরস্পর হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না।তোমরা পরস্পর পরস্পরের ভাই হয়ে যাও।"
(সৈয়দ বদরুদ্দোজা;মুহাম্মাদ (স.) তাহার শিক্ষা ও অবদান,ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ.৪৯-৫০)
ইসলাম সমগ্র পৃথিবীবাসী, মানুষ ও জীবজগতের প্রতি সার্বজনীন ভালোবাসা ও দয়ার আচরণ করতে নির্দেশ দেয়।এ বিষয়ে মুহাম্মাদ স. বলেছেন যারা দয়া করে, দয়াময় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন।তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করো,তাহলে আকাশবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।
(তিরমিযি ও আবু দাউদ)
সার্বজনীন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় মুহাজির ও আনসার এর মধ্যে 'ভাই' সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে। মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের শতাব্দীর বিবাদ ভুলিয়ে মুহাম্মাদ স. তাদের সাধারণ নাম দিয়েছেন আনসার (সাহায্যকারী)।বস্তুত ঐতিহাসিক মদিনা সনদের ভিত্তিতে মুহাম্মাদ স. এর নেতৃত্বে মদিনায় আদর্শ রাষ্ট্র গঠন হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনা তথা মুসলিম, ইহুদি,খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের এক নজীরবিহীন উদাহরণ। ------------------------------------------------------------
---------------------- ৮

## টপিক ৭ ইসলাম অমুসলিমদের সাথে ভালো ব্যবহারের শিক্ষা দেয় :

------------

হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জানতে চাইলাম—আমি কি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবো? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ'।

(বুখারি)

একবার বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দিয়ে এক ইয়াহুদির লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আর এতে ওই লাশের সম্মানার্থে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন হজরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এটি তো ইয়াহুদির লাশ! তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, সে কি মানুষ নয়?'

(বুখারি)

রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমরা সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে কোনভাবেই যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের থেকে জুলুমের শিকার না হয়,সেজন্য রাসূল সা.অতি প্রজ্ঞাপূর্ন নির্দেশনা দিয়েছেন।রাসূল সা. বলেছেন,

"যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর জুলুম করে অথবা তার কোন ক্ষতি করে অথবা তার উপর সাধ্যাতীত বিষয়ের বোঝা চাপিয়ে দেয়, অথবা তার মনোতুষ্টি ছাড়া তার থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে অমুসলিমের পক্ষে প্রতিবাদকারী হব।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ৩০৫১)রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"যে ব্যক্তি কোন (সংখ্যালঘু) অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করলো সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ তো ৪০ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।" (সহীহ বুখারী, হাদিস ৩১৬৬)

কত সুস্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। সুতরাং সংখ্যালঘুদের উপর জুলুম করা, তাদের অধিকার খর্ব করা, তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা মুনাওয়ারায় একটি শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে মদিনায় বসবাসরত অমুসলিমদের সাথেও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

যেই চুক্তিটি 'মদিনা সনদ' নামে প্রসিদ্ধ। মদিনা সনদের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা ছিল, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাসকারী সকল নাগরিকরা, যে যেই ধর্মের অনুসারী হোক না কেন, সকল নাগরিক জান-মালের নিরাপত্তা পাবে। একটি আদর্শ শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রের জন্য পরস্পরের সম্প্রীতি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা মদিনা সনদ থেকে সুস্পষ্ট।

আবহমান কাল থেকেই এদেশের মুসলমানরা শান্তিপ্রিয়, ধর্মপ্রাণ। এদেশের মুসলমানরা সবসময়ই সংখ্যালঘুদের সঙ্গে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার সম্পর্ক বজায় রেখে এসেছে। এটাই আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য এবং ইসলামেরও আদর্শ। ইসলাম সব ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। ধর্ম পালনে কেউ বাধাগ্রস্ত হবে না। তাই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয় ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে কোনোরূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা থেকে কঠোরভাবে বারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা (মূর্তিপূজক) ডাকে, তাদের তোমরা গালি দিও না।তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেও গালি দেবে।' (সুরা আনয়াম, আয়াত : ১০৮)

## টপিক ৮ ক্ষমা ও মহানুভবতার শিক্ষা দেয় ইসলাম:

ক্ষমা, মহানুভবতা ও মানবিকতার ইতিহাসে এ এক অন্যতম দৃষ্টান্ত এই যে, ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মক্কা বিজয়ের পর মুহাম্মাদ (স.) সমাগত অপরাধীদের প্রতি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে,তোমাদের প্রতি আজ আমার কোনো অভিযোগ নেই।যাও তোমরা মুক্ত।একইভাবে সিনাই পর্বতের নিকটবর্তী সেন্ট ক্যাথেরিন মঠের সাধু ও খৃষ্টান সম্প্রদায়কে মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জীবন,ধর্ম ও সম্পত্তি রক্ষার যে সনদ প্রদান করেন, তা নিজ ধর্মের রাজাদের কাছ থেকেও তারা কখনো পান নি বলে ইতিহাসে প্রমান মেলে।(সৈয়দ আমীর আলী,দি স্পিরিট অব ইসলাম,[বংগানুবাদ :মুহাম্মাদ দরবেশ আলী খান]

মহানবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যাক্তি জিম্মির প্রতি অন্যায় ব্যবহার করবে,তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত চাপিয়ে দিবে আমি পরকালে তার জন্য অভিযোগকারী হবো।(মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ,ইসলাম প্রসংগ)
অর্থাৎ অন্য ধর্মালম্বীদের অধিকার রক্ষা না করার ভয়াবহ পরিণাম ব্যক্ত করেছে ইসলাম।
হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন, " যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোনো অমুসলিমকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন।"[মুসনাদে আহমাদ]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো প্রতি জুলুম করতে নিষেধ করেছেন।যদিও জুলুমকারী ব্যাক্তি অমুসলিম হোক না কেন।তিনি বলেছেন, "তোমরা মজলুমের বদদুয়া থেকে বেঁচে থাকো।যদিও সে কাফের হোক।অর্থাৎ মাজলুমের মাঝখানে আর আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা থাকে না। এজন্য দুয়াও দ্রুত কবুল হয়।[মুসনাদে আহমাদ]

এমনকি কোনো অমুসলিম প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তার সেবাযত্ন করাকেও ইসলাম নিষেধ করেনি।বরং অমুসলিম রোগীকে দেখতে যাওয়া সুন্নাত।কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে অমুসলিম প্রতিবেশী  রোগীদের দেখতে যেতেন এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে ঈমানের দাওয়াত দিতেন।এমনকি তাদ্রর সেবাযত্নও করতেন।হাদিসে এসেছে হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,এক ইয়াহুদি গোলাম রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করতো।যখন সে অসুস্থ হলো তখন রাসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। তার মাথার দিকে বসলেন এবং তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।তখন সে তার পিতার দিকে তাকালো। পিতা বললো,তুমি আবুল কাসেমের অনুসরণ করো।ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করলো।তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে বের হলেন যে, আল্লাহর শুকরিয়া। তিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেছেন।[সহীহ আল বুখারী]

এসব থেকেই প্রমান হয় যে,রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম,অমুসলিম,ইয়াহুদি বা খ্রীষ্টান প্রত্যেক মানুষকেই সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সম্মান করেছেন।আর ইসলাম এটাই শিক্ষা দেয়।

## টপিক ৯ সাম্প্রদায়িকতার কুফল:

সমাজ উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো প্রগতি।এ পথ পাড়ি দিতে হলে মানুষকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে একতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে।ইসলাম কখনোই সাম্প্রদায়িক বন্ধন ছিন্ন করতে বলে না।বরাবরই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখতে গুরুত্ব দেয়।আজও দেশে দেশে, জাতীতে জাতীতে,বিভেদ এবং হিংসার অগ্নিদহন।সাম্প্রদায়িকতার জন্য আজও শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গের নির্যাতিত ইতিহাস দেখা যায়।ইহুদিদের নির্মম অস্ত্রাঘাতে আজ ফিলিস্তিনবাসী রক্তাপ্লুত।ভারতেও হিন্দুত্ববাদ আগ্রাসন চালিয়ে মুসলিম নিধন কর্মসূচি চলছে।এছাড়াও বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে যে দাঙ্গা হয় তা অবর্ননীয়। অথচ ইসলামী শরীয়াহ কখনোই এসবকে সমর্থন করে না।এমনকি শরীয়া শাসিত কোনো দেশ বা দলের দ্বারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার নজীর আজোও পাওয়া যায়নি আর ভবিষ্যতেও যাবে না ইন শা আল্লাহ। ইসলামের তাৎপর্য মূলত এখানেই।

## টপিক ১০ সম্প্রীতি রক্ষায় ইসলামের নানা ভূমিকা:

সবার প্রতি ন্যায়বিচার করা : ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে কোনো মানুষ সুবিচার থেকে বঞ্চিত না হয়—এ ব্যাপারে কোরআনের হুঁশিয়ারি হলো, ‘হে মুমিনরা, আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, এটাই আল্লাহভীতির নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।’ (সুরা মায়িদা, আয়াত : ৮)

নিরপরাধ মানুষের নিরাপত্তা : ইসলাম অপরাধী নয়—এমন সব মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘দ্বিনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, তোমাদের স্বদেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি মহানুভবতা

প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করবেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।’ (সুরা মুমতাহিনা, আয়াত : ৮)

জান-মালের সুরক্ষা প্রদান : যেসব অমুসলিম মুসলিম দেশে রাষ্ট্রের আইন মেনে বসবাস করে অথবা ভিসা নিয়ে মুসলিম দেশে আসে, তাদের সুরক্ষা এবং জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ তার সুগন্ধ ৪০ বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৯৯৫)

সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা : ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিম সব প্রতিবেশীর সঙ্গে সাধারণ সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। তবে শর্ত হলো এই সম্পর্ক ঈমান ও ইসলামের পথে অন্তরায় হতে পারবে না। আল্লাহ বলেন, ‘আজ তোমাদের জন্য সব ভালো জিনিস হালাল করা হলো। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য (শর্তসাপেক্ষে) তোমাদের জন্য হালাল, তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ।’ (সুরা মায়িদা, আয়াত : ৫)

বিতর্কে সংবেদনশীল থাকা : ঈমান ও ইসলামের প্রয়োজনে কখনো অমুসলিমদের সঙ্গে বিতর্ক করতে হয়, তবে অবশ্যই ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখতে হবে। ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা উত্তমপন্থা ছাড়া কিতাবিদের সঙ্গে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সঙ্গে করতে পারো, যারা তাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী। এবং বলো, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একই এবং আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।’ (সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৬)

জাতীয় স্বার্থে ঐক্য : রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পাঁচ মাস পর মদিনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিত মদিনায় বসবাসকারী অমুসলিমদের সঙ্গে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করেন। যা ইতিহাসে সনদ নামে

পরিচিত। সনদে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। যেমন: চুক্তির প্রথম ধারায় বলা হয়, 'বনু আওফের ইহুদিরা মুসলমানের সঙ্গে মিলে একই উম্মত বিবেচিত হবে। ইহুদি ও মুসলিমরা নিজ নিজ দ্বিনের ওপর আমল করবে। বনু আউফ ছাড়া অন্য ইহুদিরাও একই রকম অধিকার লাভ করবে।' আট নম্বর ধারায় বলা হয়, 'চুক্তির অংশিদারদের জন্য মদিনায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ থাকবে।' **১১** নম্বর ধারায় বলা হয়, 'ইয়াসরিবের ওপর হামলা হলে তা মোকাবেলায় পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং নিজ নিজ অংশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে।' (আর-রাহিকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা ২০০)

## টপিক ১১ উপসংহার:

ইসলামী শরীয়তে সাম্য ও সমতার শিকড় অনেক গভীর।ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ইসলাম মানুষকে অভিন্ন মানবিক অধিকার ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে মহান আল্লাহ মানব জাতিকে মানবিক মূল্যবোধ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গুরুত্ব অপরিসীম। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মানুষের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ঘটায়। সবার আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতি উন্নতির শিখরে আরোহণ করে।আর একটি দেশ বা সমাজে বহু জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও ভাষাভাষীর মানুষের বসবাস। বসবাসরত এসব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যকার ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাবই হলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।ইসলাম এমন জীবনব্যবস্থা, যার বিশ্ব সমাজ গড়ে তোলার ঔদার্য আছে।

ইসলাম শুধু অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতাই দেয়নি, তাদের সঙ্গে সামাজিক অংশীদারি, সৌজন্যবোধ ও মেলামেশার সুযোগ দিয়েছে।যার বিবরণ নিম্নরূপ— অমুসলিমদের সঙ্গে ওঠাবসাঃ-অমুসলিমদের সঙ্গে ওঠাবসা ও কথাবার্তা বলা বৈধ। এমনকি প্রয়োজনে তাদের মসজিদে বসারও অনুমতি আছে।যখন সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি রাসুল (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়েছে, তখন তারা মসজিদের শেষে

গম্বুজের কাছে অবস্থান করে। যখন নামাজের সময় হলো, দলের একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসুল! নামাজের সময় হয়েছে।এরা একদল অমুসলিম, তারা মসজিদে আছে। তখন রাসুল (সা.)বলেন‘অমুসলিমদের কারণে জমিন নাপাক হয় না।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদিস : ৮৫৭৬)।